আর·ডি·বনশল

নিবেদিত

ঘুঙী ফাইনান্সিয়ার্স এন্টারপ্রাইজেস্-এর

দুই পর্ব

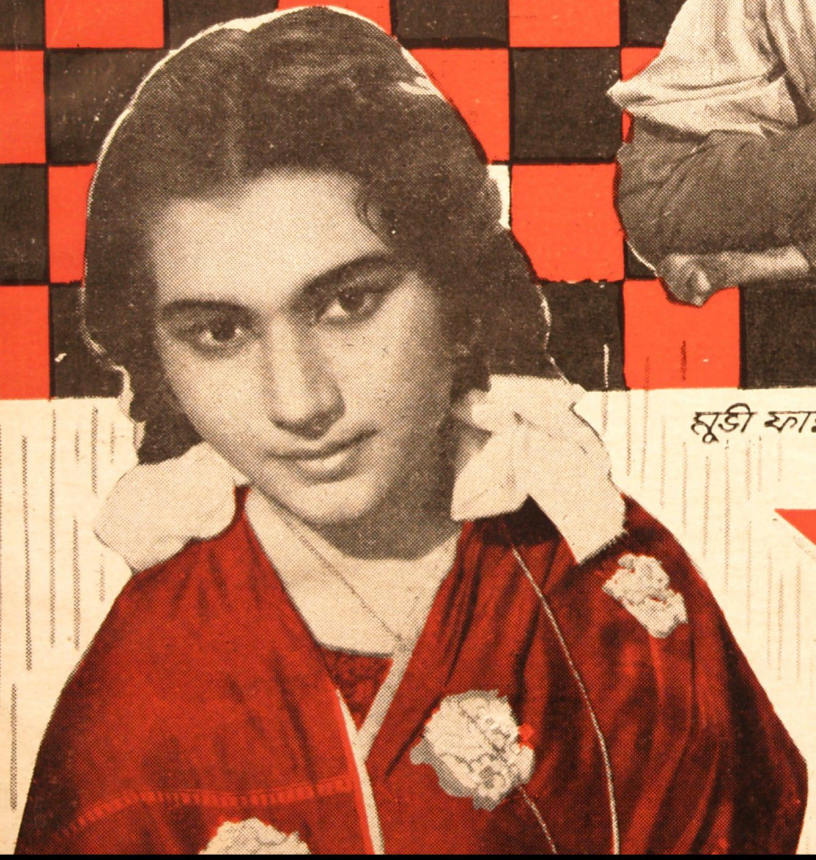

পরিচালনা·বিনু বর্ধন·সঙ্গীত·সুধীন দাশগুপ্ত

দুইপর্ব

আর. ডি. বনশল নিবেদিত

মুভী ফিনান্সিয়ার্স এণ্টারপ্রাইজেস্-এর অবদান

কাহিনী ও চিত্রনাট্য : শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

পরিচালনা : বিনু বর্ধন

সংগীত পরিচালনা : সুধীন দাসগুপ্ত

আলোকচিত্র : বিজয় বসু ০ শিল্পনির্দেশনা : কার্তিক বসু ০ সম্পাদনা : বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়, রবীন সেন ০ শব্দগ্রহণ : বাণী দত্ত, নৃপেন পাল, অতুল চট্টোপাধ্যায় ০ চিত্রপরিস্ফুটন : আর, বি, মেহতা ০ গীত রচনা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ০ কণ্ঠসংগীত : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ০ সংগীতগ্রহণ ও শব্দপুনর্যোজন : শ্যামসুন্দর ঘোষ ০ রূপসজ্জা : শক্তি সেন ০ ব্যবস্থাপনা : নির্মল তালুকদার ০ স্থিরচিত্র : পিকস্ ষ্টুডিও

প্রচার সচিব : শৈলেশ মুখোপাধ্যায়

—কৃতজ্ঞতা স্বীকার—

দিলীপ সেন, ডাঃ অরবিন্দ দাসগুপ্ত, কেশবলাল ওঝা, ডাঃ গৌরী চ্যাটার্জী, গোপাল সেন, হাওড়া মোটর এক্সেসরিজ্, ক্যালকাটা মুভীটোন. নিউ থিয়েটার্স ১নং ষ্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ সোসাইটিতে গৃহীত। ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজ-এ চিত্রপরিস্ফুটিত।

বিশ্বপরিবেশনা : আর. ডি. বি. এণ্ড কোং

—সহকারীবৃন্দ—

পরিচালনা : গোপাল চট্টোপাধ্যায় ০ ধ্রুব দাস ০ সম্পাদনা : শেখর চন্দ শিল্পনির্দেশ : সূর্য চট্টোপাধ্যায় ০ সংগীতগ্রহণ ও শব্দপুনর্যোজন : জ্যোতি চ্যাটার্জী, ভোলানাথ সরকার, এডেল, মনি ০ দৃশ্যপট অংকন : কয়েল এণ্ড চ্যাটার্জী ০ সংগীত পরিচালনা : অলক দে, পরিমল দাসগুপ্ত আলোক চিত্র : পঙ্কজ দাস ০ রূপসজ্জা : কার্তিক দাস ০ ব্যবস্থাপনা : কানাই লাল রায়, দুলাল চন্দ্র সাহা, দীপক শর্মা, চক্রধর।

সাজসজ্জা : দাশরথি দাস

কাহিনী

বিজয় আর বসন্ত,—আশৈশব বন্ধু। কৈশোরের স্বপ্নরাঙা দিনগুলি শেষ না হতেই উভয়ের জীবনে নেমে আসে বিচ্ছেদ। বিজয়ের মা পুত্রকে ক'লকাতা নিয়ে আসেন। বিজয় মানুষ হবে—জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রবে,—মায়ের এই সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা সন্তানের ভবিষ্যৎ রচনায় তীব্র ভাবে দেখা দেয়।

নিঃসন্তান এক ডাক্তারের কাছে মাতাপুত্রে দুজনেই আশ্রয় লাভ করে। যক্ষ্মারোগগ্রস্তা ডাক্তারের স্ত্রীর সেবাকার্য্যের ভার নিয়েছিল বিজয়ের মা। বিনিময়ে বিজয় পেয়েছিল আশ্রয়দাতার সন্তানের স্থান। দুরারোগ্য ক্ষয় রোগ যখন ডাক্তার, তাঁর স্ত্রী এবং বিজয়ের মাকে গ্রাস ক'রলো—কিশোর বিজয় তখন সাবালক হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয় সে একজন পাশ করা কম্পাউণ্ডার এবং আশ্রয়দাতা ডাক্তারের সমস্ত সম্পত্তির মালিক। ঔষধের কারখানা করে নিজের অবস্থার বিরাট পরিবর্তন করে ফেলেছে।

ব্যবসা সংক্রান্ত কাজ থেকে ফেরবার পথে কল্যানপুর গ্রামের নিশানা দেখে বিজয় চমকে ওঠে। মনে পরে বন্ধু বসন্তের কথা। শৈশবের আনন্দভরা দিনগুলি তার স্মৃতি পথে উঁকি দেয়। গাড়ী নিয়ে হাজির হয় বসন্তের বাড়ী। বসন্তের জীবনেও ততদিনে বিরাট পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। সে এখন মোটর মেকানিক। চাকুরী

ছেড়ে দিয়ে বেকার হয়ে বসে রয়েছে। পরম আনন্দে দুই বন্ধু আবার মিলিত হয়। বিজয় বসন্তকে কলকাতা নিয়ে আসে। ড্রাইভার রূপে নিযুক্ত করলেও বন্ধু হিসেবেই সে পরিচিত হবে এ আশাই ছিল বসন্তের! নিজে অবিবাহিত—তাই বিজয়ের স্ত্রীপুত্রের কথা শুনে তার কৌতুহল বেড়ে ওঠে।

কলকাতায় বিজয়ের বাড়ীতে এসে বসন্ত যেন এক অদৃশ্য রহস্যের সন্ধান পায়। একমাত্র পুত্র দূরে মাসীর বাড়ীতে মানুষ হচ্ছে,—বিজয়ের স্ত্রী যেন নিজের জীবনকে ধ্বংসের পথে এগিয়ে নিচ্ছে। শুধু তাই নয় জনৈক ব্যবসায়ীর সহায়তায় বিজয় জাল ঔষধ তৈরী করে প্রচুর অর্থ উপার্জনের পথ করে নিয়েছে। নারী এবং সুরার আশক্তিও বিজয়কে অন্ধকারের পথে আকর্ষণ করছে। নিজের আত্মসম্মানে আঘাত পায় বসন্ত যখন বিজয় ড্রাইভার হিসেবেই তার পরিচয় দেয়। ধানবাদে এক চাকুরী নিয়ে বেদনাহত বসন্ত দূরে সরে যায়।

বিজয়ের জীবনে নেমে আসে অন্ধকার। বিপর্যয়ের চরম আঘাত তাকে দিশেহারা করে দেয়। নারীর আকর্ষণ, জাল ঔষধের ব্যবসা তাকে সর্বসান্ত করে খুনী আসামীরূপে কারাগারে প্রেরণ করে। দীর্ঘ দিনের কারাদণ্ড লাভ করে বিজয়।

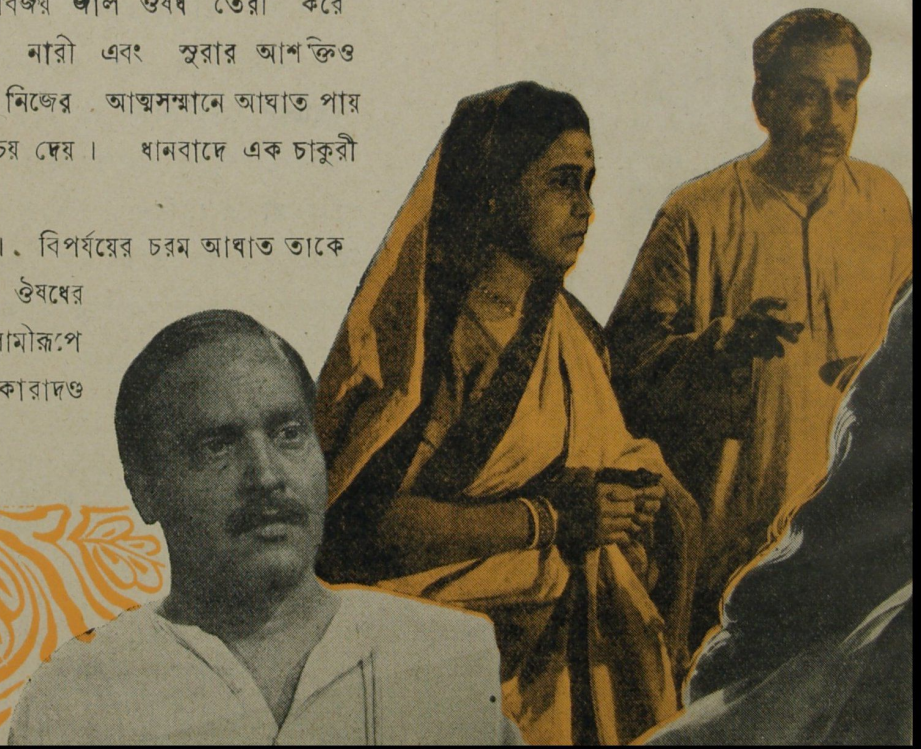

সংবাদপত্রের পাতায় বসন্ত জানতে পায় বিজয়ের সব খবর। ছুটে আসে কলকাতায়। তখন সব শেষ হয়ে গেছে,—এমন কি বিজয়ের স্ত্রীও সংসার জ্বালা থেকে মুক্তি নিয়েছে।

* * * বিজয়ের ছেলে জয়,—মা তার নাম বদলে পরঞ্জয় রেখেছিলেন। তাকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে বসন্তের সংসার। নূতন উৎসাহে সে তাকে মানুষ করে তোলে, বসন্ত তাকে ডাক্তারী পড়ায়—মনের মত করে সাজিয়ে দেয় ঔষধের দোকান। কারাগার থেকে মুক্তি পায় বিজয়। অর্ধ উন্মাদ পৌঢ় মহানগরের রাজপথে খুজে বেড়ায় তার সন্তানকে। অভিন্ন হৃদয় বসন্তও আজ তার নাগালের বাইরে।

* * * আর্তের সেবায় চিকিৎসক জয় নিজেকে বিলিয়ে দেয়। চারু চাটুজ্যে, তার স্ত্রী ও পালিতা কন্যা মায়ার সাথে পেশা হিসেবেই তার পরিচয় গড়ে ওঠে। মায়া ও জয় যেন পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হয়ে ওঠে।

* * * নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস—সর্বহারা বিজয় আশ্রয় পায় নিজের চিকিৎসক পুত্র জয়ের কম্পাউণ্ডার হিসেবে। পিতাপুত্র,—অথচ তাদের পরিচয় আজ কম্পাউণ্ডার আর ডাক্তার!

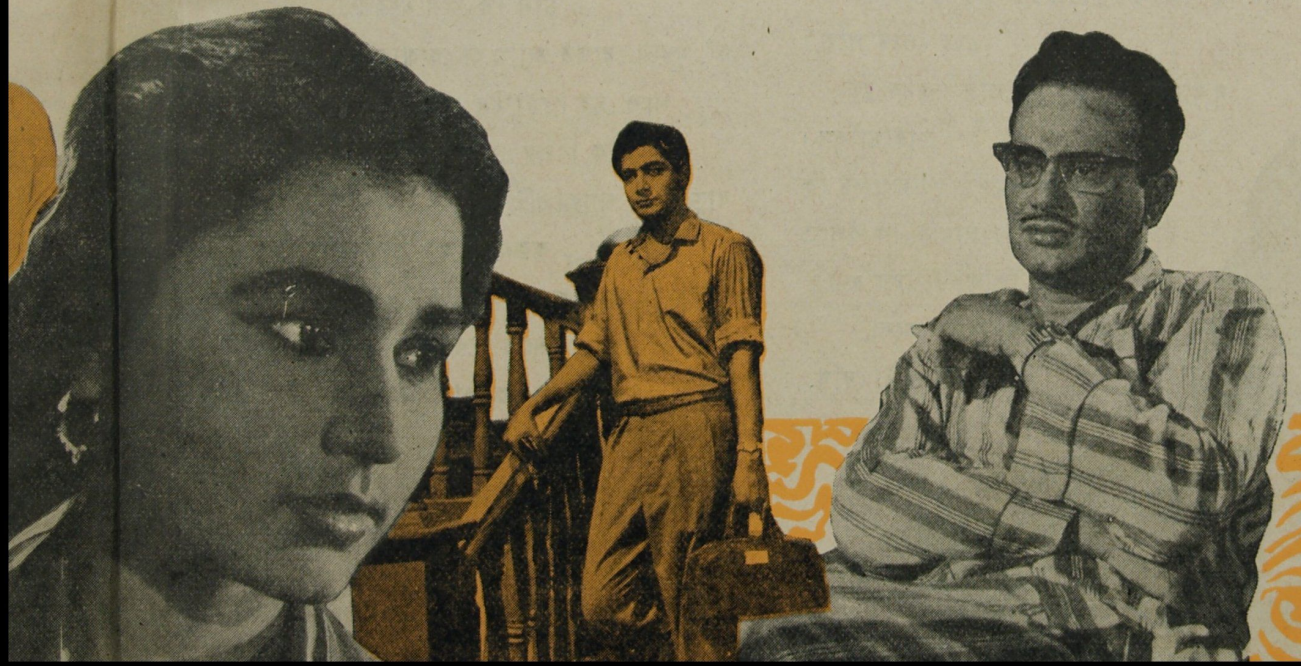

(১)

বুক ঢিপ্ ঢিপ ঢিপ মাথা টিপ টিপ টিপ করে
ঝিক ঝিক ঝিক ঝিক ঝিক ঝিক ঝিক ঝিক
তুফান মেল যেন চলে তার চোখেতে
যেই চোখ পড়ে।
থ্রম্বসিস্ কি থাইসিস দেখি কেমন হয়
ডাইগ্নোসিস্।
ইন্‌জেকশন কি পাউডার ট্যাবলেট কি
মিক্‌চার—রোগটা আমার 'কি বলতে
পারেন ত' ভিজিটটা দেব ধরে।
জিভটা দেখি, কাছে এসো,
নাড়িটা দেখি,
ওরে বাবা, হার্টের অবস্থা একি ?
হার্টটা আমার যদি এতই খারাপ
বাঁচবার আশা ত নেই,
হাতুড়ে ডাক্তার কিছুই জানে না
ডেকে এনে বলে শুধু এই।
ভালো করে দেখুন না বিনা চিকিৎসায়
চান কি যাব মরে।
হুঁ, মুখটা দেখেই আমি যা বোঝার বুঝেছি,
লাভ নেই ভিটামিন কোরামিন দিয়ে,
আঃ কি বিপদ তোমাকে নিয়ে।
বাড়ছে যে প্যালপিটিশন,
করুন না হয় অপারেশন,
সইবে না আর এত পেন,
নিতে হবে কি অকসিজেন
হঠাৎ যদি কোলাপস্ করি,
পস্তাবেন যে পরে।
হুঁ ভয় নেই মিস্ চ্যাটার্জী
এটা এলার্জি।

● রূপায়ণে ●

কালী বন্দোপাধ্যায়, অসিতবরণ, জহর গাঙ্গুলী, জ্যোৎস্না বিশ্বাস

ও

নবাগত সুমন মুখোপাধ্যায়

গঙ্গাপদ বসু, অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়, সত্য বন্দোপাধ্যায়, বিমান বন্দোপাধ্যায়, শীতল বন্দোপাধ্যায়, অরুন চৌধুরী, গোপেন মুখোপাধ্যায়, জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, সত্য চট্টোপাধ্যায়, মহেন্দ্র চৌধুরী, নির্মল রায়, রথীন ঘোষ, বলাই দাশ, ডাঃ পি. বি. দত্ত, সুন্দর সরকার, ভারতী দেবী, অপর্ণা দেবী, গীতা দে, শৈলশ্রী, ইরা, রমা, অতুল বাবু, নির্মল বাবু, সুনীল, শক্তি, অজিত, নিরঞ্জন, ভোলাবাবু, দুলাল, ভোলানাথ, বিশু ও আরো অনেকে

মহেন্দ্র নাথ গুপ্ত প্রযোজিত • গিল্ড ফিল্মস প্রাইভেট লিমিটেড-এর

অসিত সেন পরিচালিত

ভূমিকায়:

বিশ্বজিৎ · জ্যোৎস্না বিশ্বাস

সুমিতা সান্যাল

শেখর চ্যাটার্জী · শ্যামল ঘোষাল

বিজন ভট্টাচার্য্য ও

রুমা গুহঠাকুরতা • সঙ্গীত · শ্যামল মিত্র •

বিশ্বপরিবেশনা: আর. ডি. বি. এণ্ড কোং

আর. ডি. বনশল নিবেদিত

আর. ডি. বি কোম্পানীর প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত
ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।